শুরু হল রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে কুমারদের বাস। তিন পুরুষ ধরে তারা এই বাড়িতেই বসবাস করছে। কুমারের ঠাকুরদা আনন্দমোহন রায় এখন মৃত্যুশয্যায়।

বউমা, দাদুভাই কোথায়? দাদুভাই ...

এই যে আমি দাদু।

দাদুভাই, আ-আমার আর বেশি সময় নেই। এ-একটা কথা...

আ-আমার লোহার সিন্দুকে একটা ছোট বাক্স আছে। কাঠের বাক্স। তার মধ্যে-তার মধ্যে এ-একটা ডায়েরি আর-আর।

আপনি বেশি কথা বলবেন না বাবা।

আর একটা
এক-টা

দাদু!

কয়েকদিন পরে
দাদু এই বাক্সটার কথাই বলছিলেন।

আরে, পুরনো কাগজে জড়ানো এটা কী জিনিস!
DIARY

!!!

আশ্চর্য! সিন্দুকের মধ্যে মড়ার খুলি!

মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। এটাকে ফেলে দিই বরং। মা দেখতে পেলে আবার...
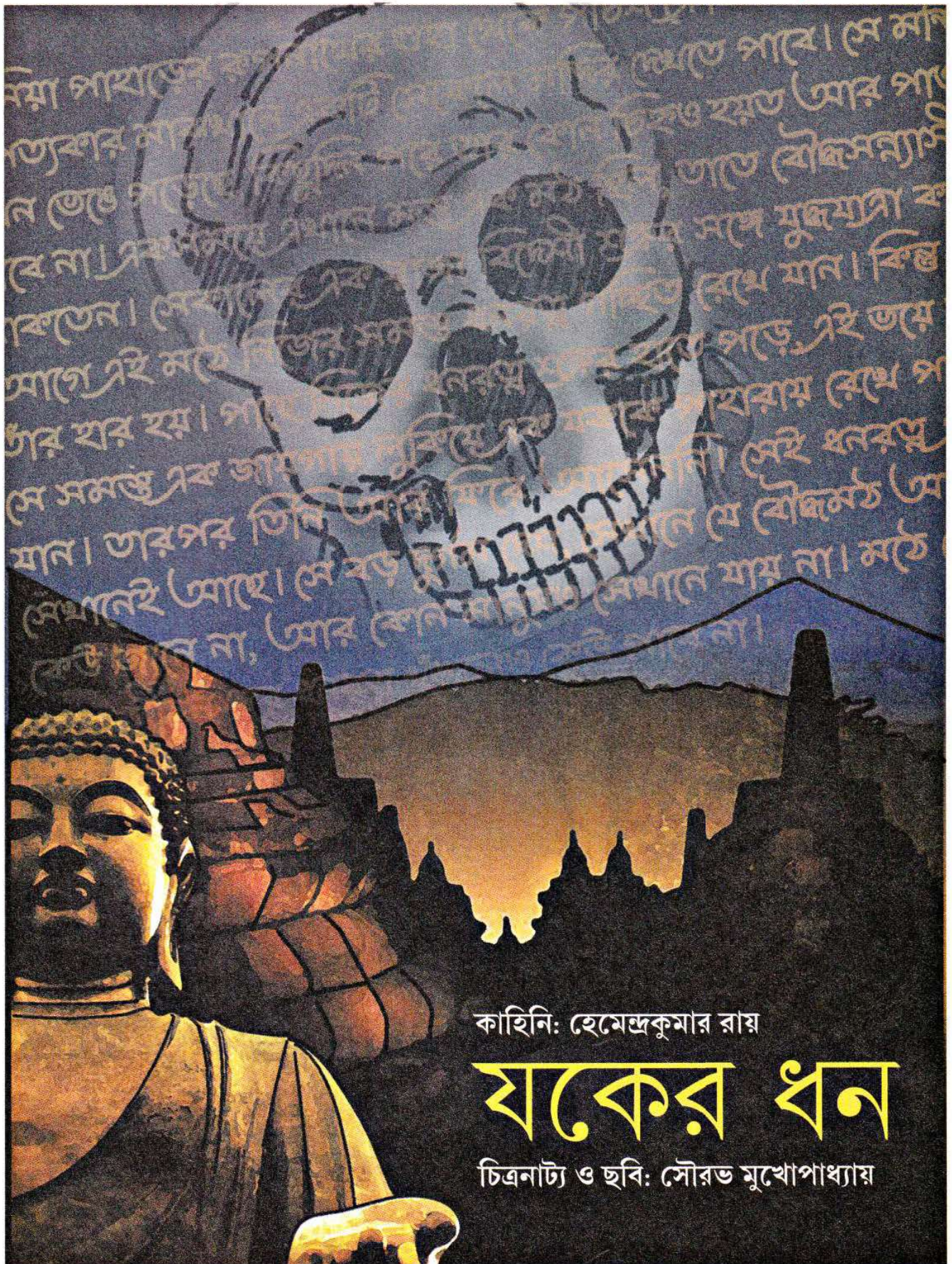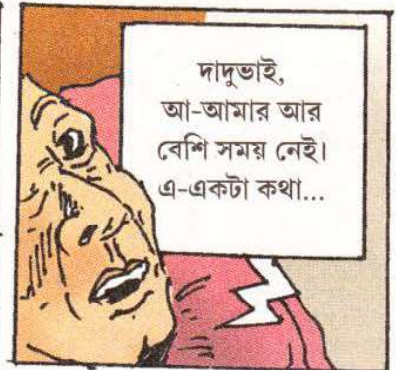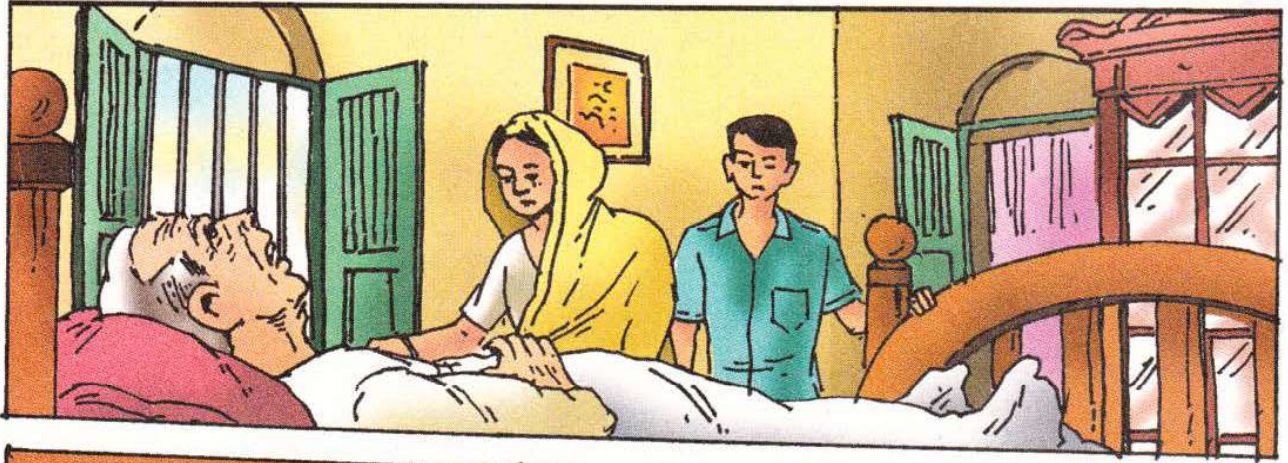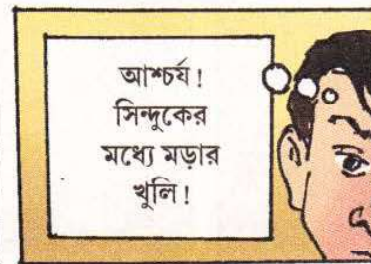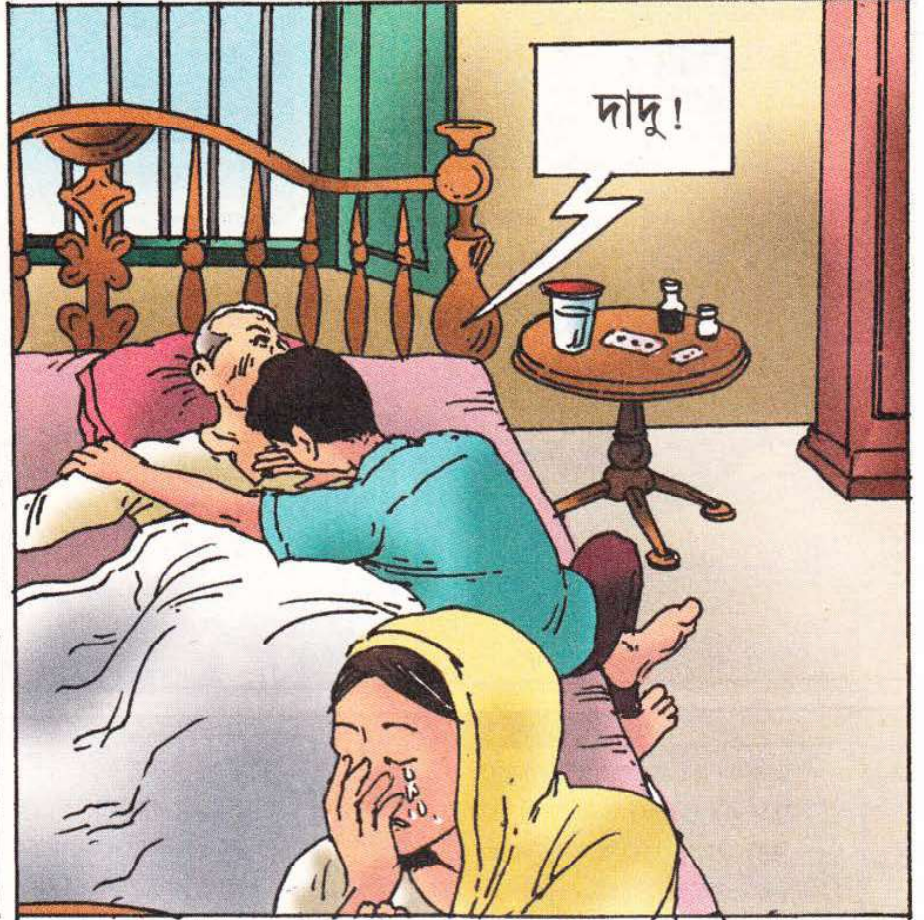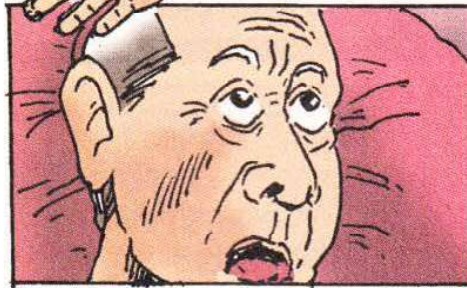
সেদিন সন্ধেবেলা
এখন আবার কে এল?
ঠক্ ঠক্

আপনি?

হ্যাঁ কুমার, খোঁজখবর নিতে এলাম।

আশ্চর্য! যত দূর জানি, ঠাকুরদার সঙ্গে এই লোকটার বনিবনা ছিল না। আগে তো কোনওদিন এ বাড়িতে আসতেও দেখিনি!
কুমার, তোমার মাথার উপর এখন কোনও অভিভাবক নেই।

তুমি আমাদের প্রতিবেশী, বাড়ির ছেলের মতোই। যে-কোনও দরকারে আমাকে বলতে দ্বিধা কোরো না।
না, লোকটা ততটা খারাপ নয়।

জানেন, ঠাকুরদার সিন্দুক থেকে একটা ডায়েরি আর একটা মড়ার খুলি পাওয়া গিয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার না?

এখন আসি
কুমার।

ভাল থেকো।

!!!

ধুপ

ACID

ঘেউ ঘেউ
ঘেউ
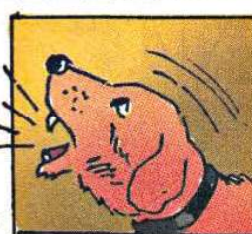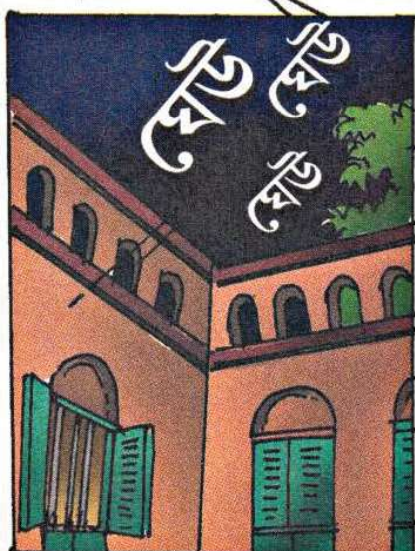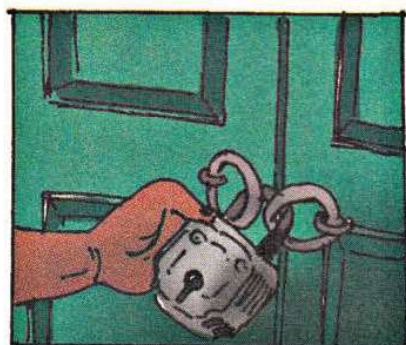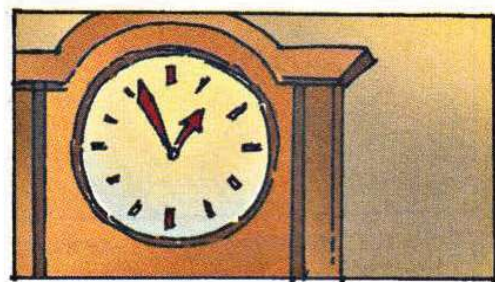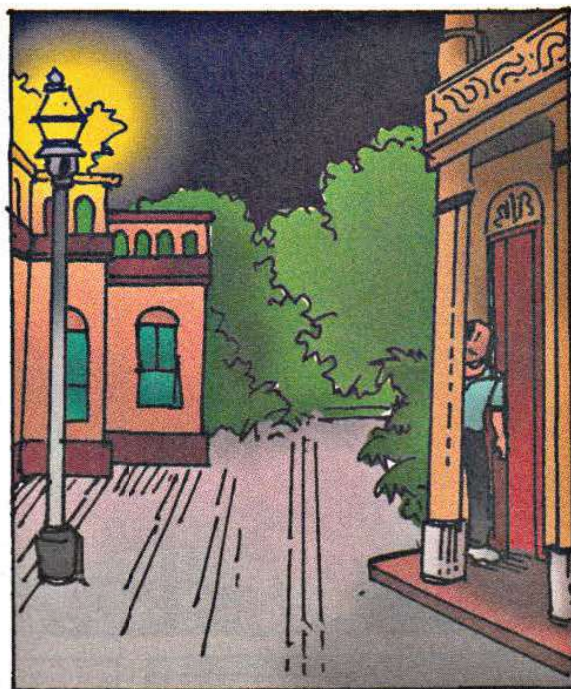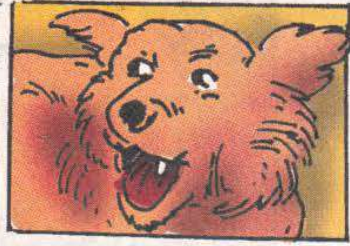
করালীবাবু মড়ার মাথার কথা শুনে হঠাৎ উঠে গেলেন কেন? তার মানে কি! না, কাল মড়ার মাথাটা এনে ভাল করে দেখতে হবে।
আশ্চর্য! আজ পর্যন্ত কোনওদিন বাড়িতে চোর ঢোকেনি! আর আজ...
ওই তো।
!!!
এটা তো একটা অঙ্ক মনে হচ্ছে!
!!!
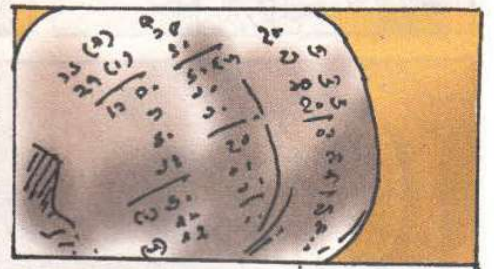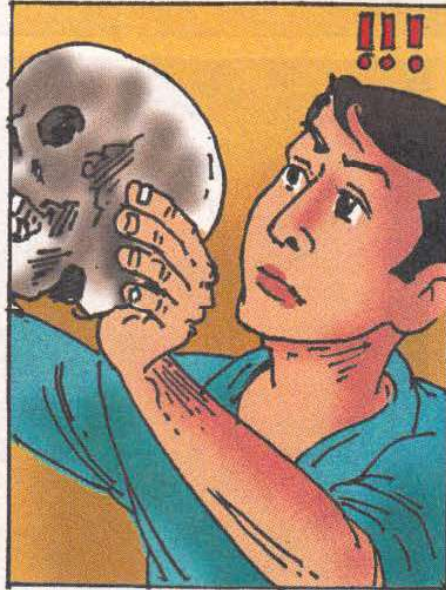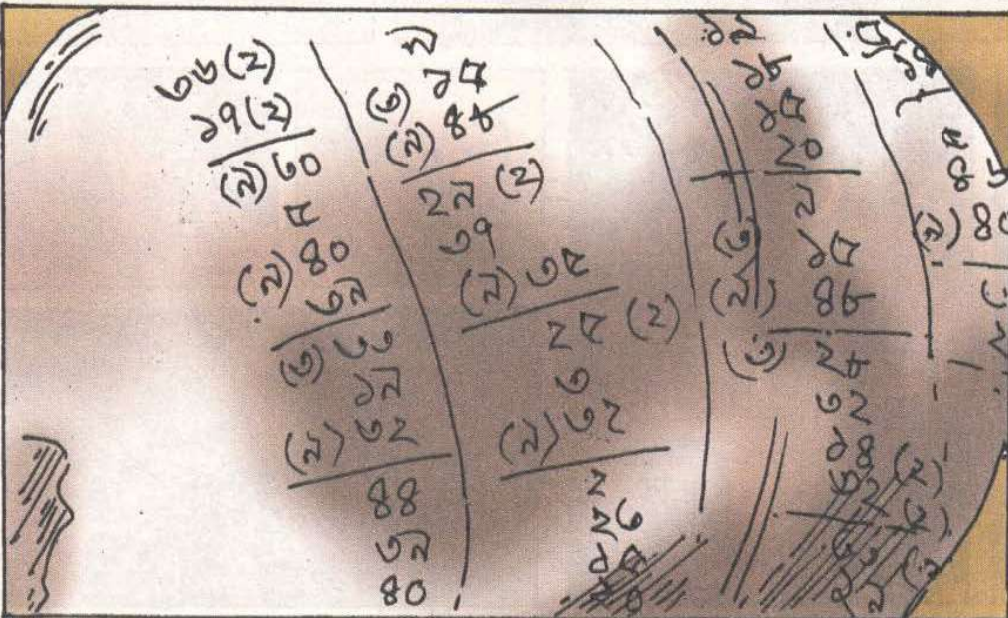
৩৬ (২)
১৭ (২)

---

(৯) ৩০
৫
(৯) ৪০
৩৯

---

(৩) ৩৩
১৯
(৯) ৩২

৪৪
৩৯
৪০
১৫ (২)
১৯

---

৩৭ } ৫
৪০
(৯) ৩০
৪২

---

(৯) ২৯
(৯) ১৩

---

৩৩ } ৫
৩৫
(৩) ৩০
(৯) ১৩

৩০
৪২
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮

---

২৯ (২)
৩৭
(৯) ৩৫

---

২৫ (২)
৩
(৯) ৩২

২
২৩
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮

---

৩৫ } ৫
৩০
৩১
(৯) ৩০
৩৫

---

৩৫ (২)
(৯) ৩৭

১৯
৪৮
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮

---

(৩) ২৮
৩২
১৪ (২)
৩২ (২)

---

৩৩ (২)
২৯
৩৯

---

২৮ (২)
৩৯

২৮
৪০ (২)
৪৮

---

৪৪ (২)
২৮
৪৫ (২)
২৮

২০
(৩) ৩৭

৫২ } ১৪
৫
৪৬
(৯) ৪০

৩৩
২৯

---

৩৩ (২)
(৯) ৩৫

প্রথম দিকের পাতাগুলোয় সেই ভাবে কাজের কথা কিছুই নেই। আরে, এটা কী?

১৯৫৫ সাল, অসম থেকে ফেরার পথে আমরা এক বনের মধ্যে দিয়ে আসছি। সন্ধে হব-হব করছে। হঠাৎ...

গুডুম

ঘোঁয়াওওও

তুমি আমার প্রাণ
বাঁচালে বাবা!

কিন্তু এমন করে
বনের মধ্যে কি
ঘুমোতে আছে
ঠাকুর? এক্ষুনি তো
আপনার প্রাণ
যেত।

জীবন-মৃত্যু সবই
ভগবানের হাতে বাবা।
সবই তাঁর ইচ্ছেতেই হয়।

আপনি আমাদের
সঙ্গে চলুন ঠাকুর।

তোমার উপর আমি বড়ই তুষ্ট
হয়েছি বাবা। তাই যাওয়ার
আগে তোমাকে একটা জিনিসের
সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।

কিসের
সন্ধান
ঠাকুর?

যকের
ধনের।

সে কোথায় আছে ঠাকুর?

খাসিয়া পাহাড়ে। রূপনাথের গুহার নাম শুনেছ?

হ্যাঁ। শুনেছি, ওই গুহার ভিতর দিয়ে চিনদেশে যাওয়া যায়। অনেক কাল আগে চিনের একজন রাজা ওই পথ দিয়ে সসৈন্য ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

ঠিকই শুনেছ। সেই গুহা থেকে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে। সে মন্দির এখন প্রায় ভেঙে পড়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সেখানে থাকতেন। সেকালের এক রাজা যুদ্ধে যাওয়ার সময় এই মঠে নিজের ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে যান। শোনা যায়, এক যককে তিনি তাঁর সম্পত্তির পাহারায় রেখে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে সেই রাজার মৃত্যু হয়। সেই থেকে ওই ধনরত্ন এখনও সেখানেই আছে।

কিন্তু এতদিনে যদি কেউ সেই ধনরত্নের সন্ধান পেয়ে থাকে?
কেউ পায়নি। বড় দুর্গম সেই জায়গা, কোনও মানুষ সেখানে যায় না। আর গেলেও, এই সংকেত না থাকলে সারাজীবন খুঁজলেও ধনরত্ন পাবে না। এই সংকেত কেবল আমিই জানি।

এই হল সেই সংকেত। এই দ্যাখো।

ভাগ্যিস তাকে ধনরত্নের ঠিকানাটা বলিনি। খাসিয়া পাহাড়ে যাওয়ার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাইরের কাউকে ভরসা করে একথা বলতেও পারিনি। এই ডায়েরিতে আমি সব লিখে রাখলাম। যদি আমার বংশের কেউ সাহস করে এই যকের ধনের সন্ধানে যাত্রা করে, তবে এটা তার কাজে লাগবে।

উফ্! করালী এত বড় শয়তান! এখন বুঝতে পারছি, ও কেন আমাদের বাড়িতে কাল এসেছিল।

কিন্তু ঠাকুরদা যকের ধনের সংকেতটা ডায়েরিতে লিখে যাননি তো? দেখি একবার।

না, এ সংকেত উদ্ধার করা আমার সাধ্য নয়।

আমার একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কাকে বলা যায় এসব কথা!

হ্যাঁ, বিমল। বিমলই উপযুক্ত লোক এই কাজের জন্য। কাল সকালেই ওর বাড়ি যেতে হবে।

বিমল বাড়ি আছ?

আরে কুমার, এসো-এসো।

কী ব্যাপার হে!
সকাল-সকাল কী
মনে করে?

একটা ধাঁধা নিয়ে ভারী
গোলমালে পড়েছি ভাই।
তোমার সাহায্য লাগবে।
কী ধাঁধা?

এই দ্যাখো।

এই সংকেতগুলোর
কথা বলছ?

হ্যাঁ, এই
ডায়েরিটা পড়ে
দ্যাখো একবার।

একটু দাঁড়াও ভাই। আগে এই বন্দুকটা সাফ
করে নিই। বন্দুকে ভারী ময়লা জমেছে।
তুমি ততক্ষণ বসো, রামহরি তোমাকে
জলখাবার দিচ্ছে।

এক্ষুনি
আসছি।

এবার তোমার ডায়েরিখানা দাও দেখি, পড়ে দেখা যাক।

এইখান থেকে পড়ো, আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।

কিছু বুঝতে পারলে?

এখনও না। তবে আমি এর সমাধান ঠিক বের করে ফেলব। একটা দিন সময় লাগবে আমার। খুলিটা আমার কাছেই থাক। তুমি কাল সকালে এসো, এই সময়। আশা করি, তার মধ্যেই সমাধান বেরিয়ে যাবে।

ঠিক আছে।

ছোঁড়াটা যখন বাড়ি থেকে বেরোল, তখন ওর ব্যাগটা খালি ছিল স্যার। তার মানে...
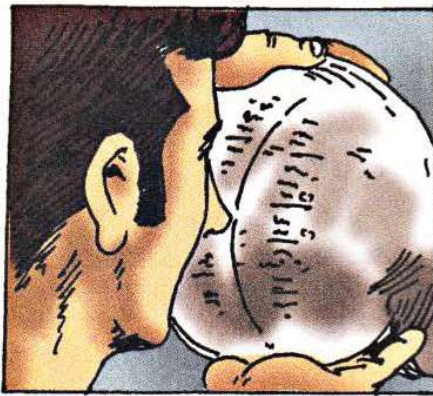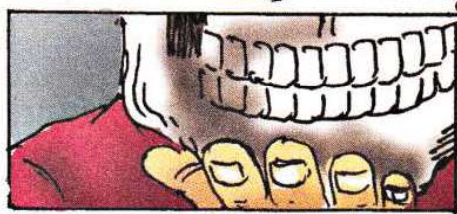
মানে কী?
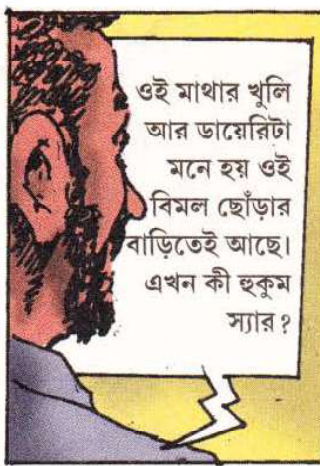
ওই মাথার খুলি
আর ডায়েরিটা
মনে হয় ওই
বিমল ছোঁড়ার
বাড়িতেই আছে।
এখন কী হুকুম
স্যার?
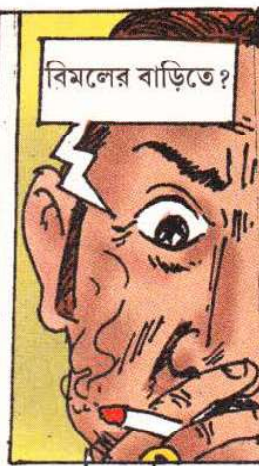
বিমলের বাড়িতে?

আজ আর কিছু করার
দরকার নেই। আজকের
দিনটা দেখা যাক। যা
করার কাল করতে হবে।

কী ব্যাপার হে?

ও, কুমার তুমি!
সারারাত তোমার এই
ধাঁধা নিয়ে পড়ে
আমার এতটুকুও ঘুম
হয়নি। তাই চোখটা
লেগে গিয়েছিল।
কিছু বুঝতে
পারলে?
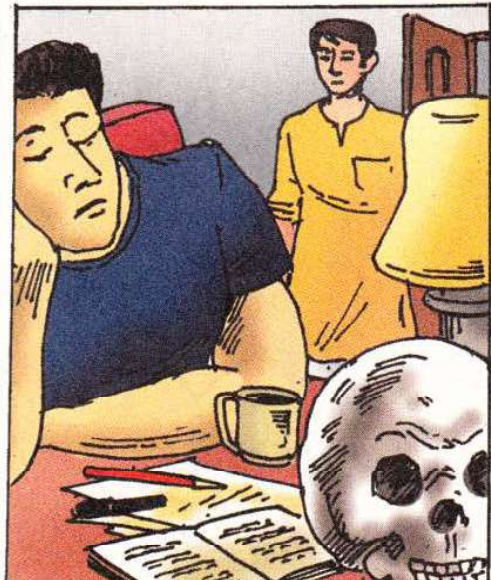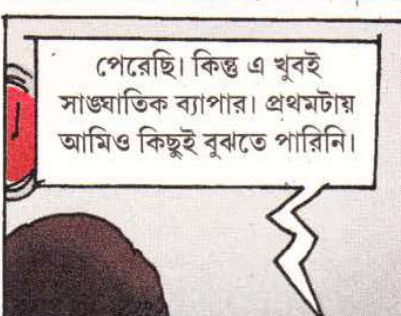
পেরেছি। কিন্তু এ খুবই
সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। প্রথমটায়
আমিও কিছুই বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ করে আমার একটা কথা
মনে পড়ে গেল। একটা
ইংরেজি বইয়ে নানা রকম
সাংকেতিক লিপির গুপ্তরহস্য
ছিল। খুবই সহজ, কিন্তু দেখলে
মনে হবে ভয়ঙ্কর জটিল।

(এর পর ৫ মে সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব:২

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

এবার বুঝতে পারছ কুমার, ব্যাপারখানা কী?

পারছি, কিন্তু এবার আমরা কী করব বিমল?
আমরা যাব।

কোথায় যাব? সেই যকের ধনের সন্ধানে? খাসিয়া পাহাড়ে?
অবশ্যই। ওই যকের ধন আমাকে টানছে।

কিন্তু সে তো ভয়ঙ্কর দুর্গম জায়গা বিমল। আমরা কী করে সেখানে...
কিচ্ছু দুর্গম নয়, পথঘাট আমি মোটামুটি সবই চিনি। রূপনাথের গুহা পর্যন্ত যেতে আমাদের কোনও রকম অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। আর তারপরে রাস্তা চেনার জন্য এই সংকেত তো আমাদের সঙ্গে আছেই। তুমি একদম ভয় পেও না।

আমাদের সঙ্গে আর কে-কে যাবে?

কেউ না। শুধু তুমি আর আমি।

বিপদের ভয় কোরো না কুমার। বিপদের ভয় করলে মানুষ আজ এত বড় হতে পারত না। একটা কথা মনে রেখো, তুমি যদি এই অভিযানে সফল হও, তা হলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন তোমার স্বর্গীয় ঠাকুরদাদা। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁরই বংশের কেউ এই যকের ধনের সন্ধান পাক।

তা ছাড়া তোমার চিন্তা কী? সঙ্গে আমি তো আছি। আর আমার কাছে একটা বন্দুক আর একটা পিস্তল তো আছেই।

আচ্ছা বিমল, সেখানকার জঙ্গলে কি প্রচুর হিংস্র জন্তু জানোয়ার থাকে? তা হলে তো আমাদের সেই ভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।
ভয় কী? তোমাকে তো আমি বন্দুক, পিস্তল দুটোই চালাতে শিখিয়েছি। তা ছাড়া তুমি জঙ্গলকে যতটা ভয়ঙ্কর ভাবছ, আসলে ততটা নয়। এখন বাড়ি গিয়ে গোছগাছ শুরু করো।
কী রে বাঘা, খাসিয়া পাহাড়ে যাবি?
ঘেউ ঘেউ
ক্রিং ক্রিং
হ্যালো। হ্যাঁ বিমল, কী ব্যাপার, এই সময়ে?
রাত্তিরে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে কুমার।
কী হয়েছে?
আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। আমার পড়ার ঘর থেকে মড়ার খুলিটা নিয়ে গিয়েছে।
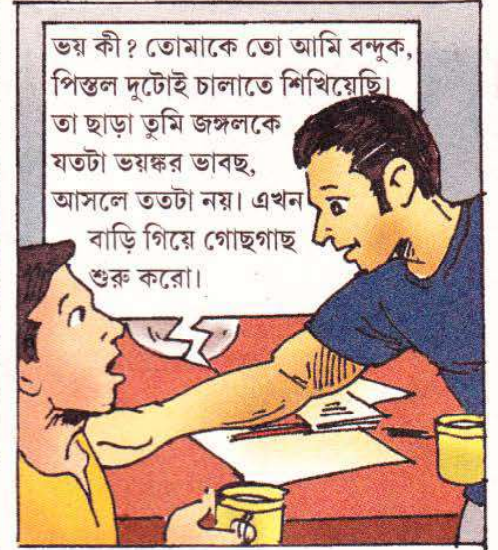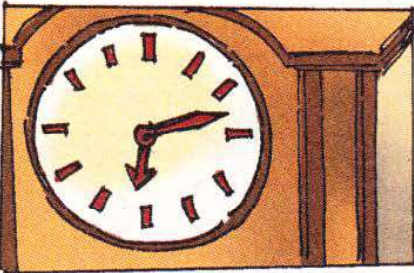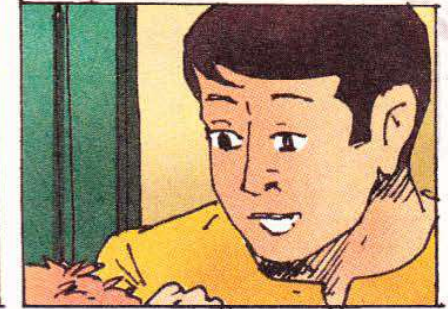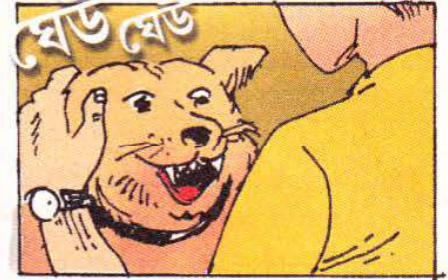
(এর পর ২০ মে সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব:৩

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

(এর পর ৫ জুন সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

যকের ধন

পর্ব: ৪

আস্তে নামো।

এ কী!
আওয়াজ কোরো না।

ক্যাঁচ

কৌন?

টিসুম
আঁক
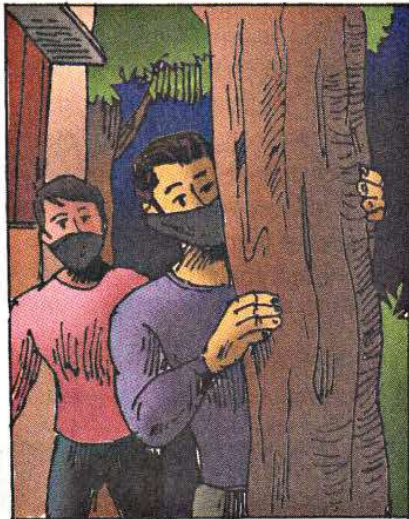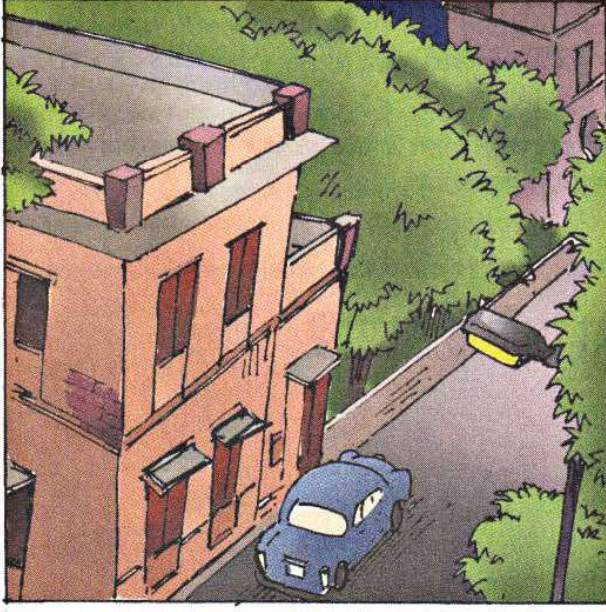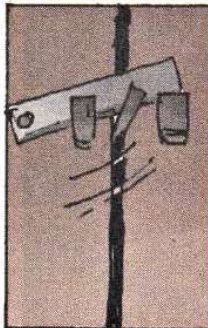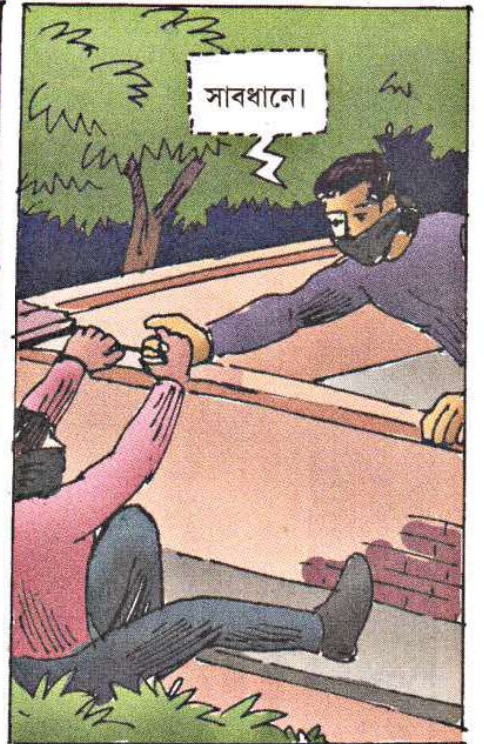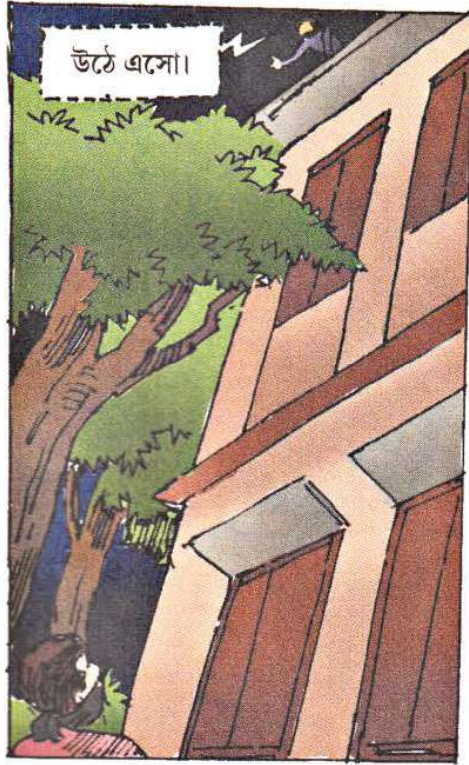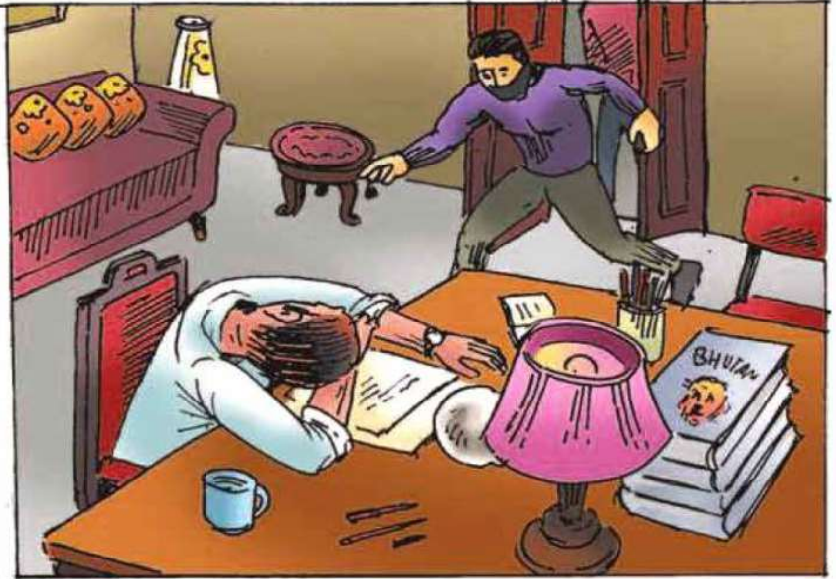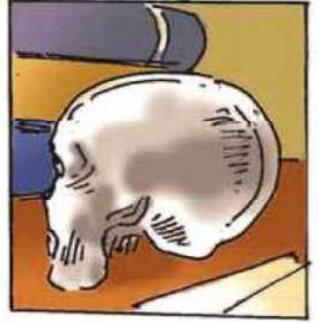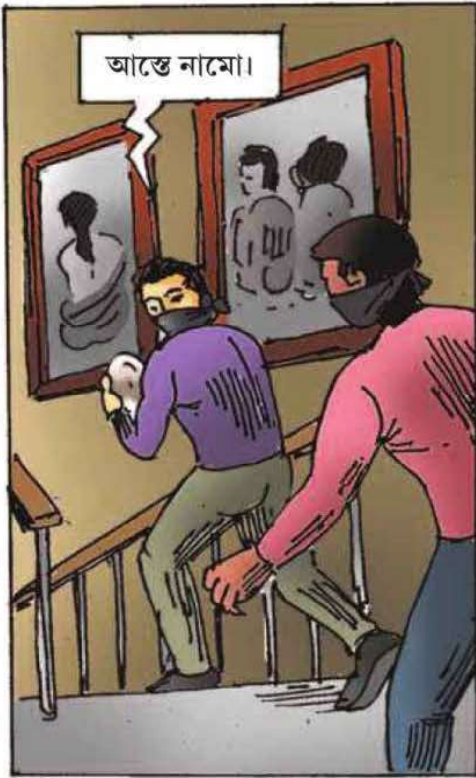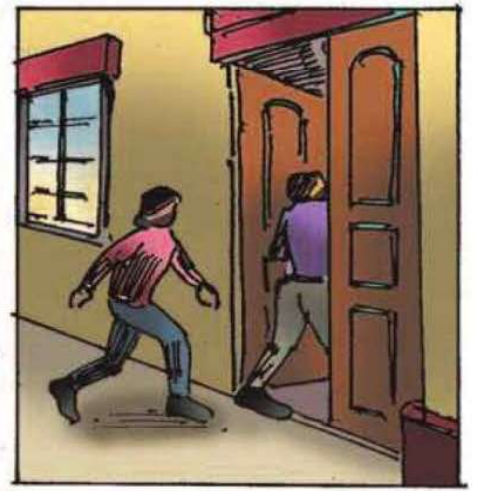
তাড়াতাড়ি দৌড়োও, একেবারে সোজা বাড়ি।
উফ্।
এত সহজে কার্যসিদ্ধি হবে সত্যিই ভাবিনি। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাদের আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত হবে না। আমরা কালই রওনা দেব। না হলে করালী আবার কোন চাল চালবে কে জানে?
কালই? কিন্তু মা তো গিয়েছেন চন্দননগরে মামার বাড়িতে। তাঁকে না জানিয়ে আমি বেরব কেমন করে? সেখানে তো টেলিফোনও নেই।
মাকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও-- আর্জেন্ট। লিখে দাও, তুমি আমার সঙ্গে অসমে বেড়াতে যাচ্ছ। উনি নিশ্চয়ই বাধা দেবেন না।
না, তা নয়। কিন্তু কালকের মধ্যেই...
ভেবেছিলাম, আমরা দু'জনেই যাব। কিন্তু তোমার যা অবস্থা দেখছি...
ভাবছি, আর-একজনকে আমাদের সঙ্গে নেব।

(এর পর ২০ জুন সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব:৫

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

বিমল, ওই দ্যাখো ওখানে।
দেখেছি।
আমি জানতাম, ও আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না।
উঠে পড়ো, পরের স্টেশনে আমাদের নামতে হবে।
মানে?
ওঠো তো, তোমাকে বলছি।

জানতাম, করালী আমাদের পিছু নেবে। সেই ভেবে আমি পরের স্টেশন, মানে, চন্দননগর পর্যন্ত টিকিট কেটেছিলাম। এখান থেকে আমরা সোজা যাব তোমার মামাবাড়িতে।

এখানে দিনদু'য়েক আমরা তোমার মামার বাড়িতে কাটাই, তারপর আবার আমরা রওনা দেব। ওদিকে আমাদের গৌহাটিতে দেখতে না পেলে করালীর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সে হতাশ হয়ে কলকাতায় ফিরে আসবে।

সত্যিই বিমল, তোমার বুদ্ধির জবাব নেই।

এ কী!

তোরা ক'দিন থাকবি তো?
দু'দিন।

(এর পর ৫ জুলাই সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

যকের ধন

পর্ব:৬

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

ভগবান।
ঘেউ ঘেউ।
কে তুমি? আমাদের সামনে এসো।
মূর্খ, আমি তোমাদের সামনেই আছি। আমাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?
কোথায়?
হাঃ হাঃ হাঃ
মহামূর্খ তোমরা! আমাকে বুদ্ধদেবের মূর্তি ভাবছ? আমি যক। সেই যক, যে ধনরত্নের পাহারায় রয়েছে যুগের পর-যুগ ধরে।
সব মিথ্যে।
এত বড় সাহস তোমার? তোমার ওই বন্দুকের গুলি আমার কিছুই করতে পারবে না।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
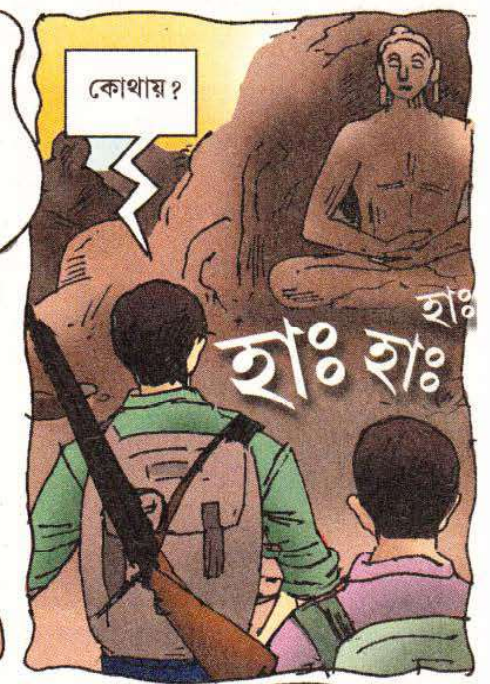
মূর্তিটা আমাদের গায়ে পড়ছে। বিমল, রামহরি সরে যাও।

ভয় নেই কুমার, কোনও ভয় নেই। যে এসেছিল সে পালিয়েছে।
কে পালিয়েছে? যক?

চোর এসেছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, একটা লোক আমাদের ব্যাগ হাতড়াচ্ছে। এক ঘুসি কষালাম ব্যাটাকে। লোকটা ছিটকে পড়েই খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিল।

মড়ার খুলিটা চুরি গিয়েছে নাকি?

গিয়েছে। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। চোর নকল মড়ার খুলি নিয়ে পালিয়েছে। তোমাকে বলিনি, আমি কলকাতা থেকে একটা নকল মড়ার খুলি জোগাড় করেছিলাম। ঠিক আসলটার মতো।

সেই মড়ার খুলির পিছনে একটা মিথ্যে সংকেতও লিখে রেখেছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, করালী খুলিটা চুরি করার চেষ্টা কোনও না-কোনও সময় নিশ্চয় করবে। আসল মড়ার খুলিটা আমার ব্যাগের একটা চোরাকুঠুরির মধ্যে আছে।

করালী অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক কুমার। এবার থেকে আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।

(এর পর ২০ জুলাই সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব:৭

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

বিমল!

অ্যাই ছোঁড়া, খুব ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিস। তোর এই বন্ধুর ভরসায় আমাদের সঙ্গে টক্কর নিচ্ছিস। জানের মায়া নেই তোর?
তোর ঠাকুরদার ডায়েরিটা কোথায় রেখেছিস বল?

ও, ওই খয়েরি ব্যাগের মধ্যে বিমল রেখেছে।
রতন, দ্যাখ।

ব্যাগে তালা দেওয়া আছে ওস্তাদ।

ব্যাগের চাবি কোথায়?
জানি না।

ওক।

আমাদের সঙ্গে চালাকি করলে...
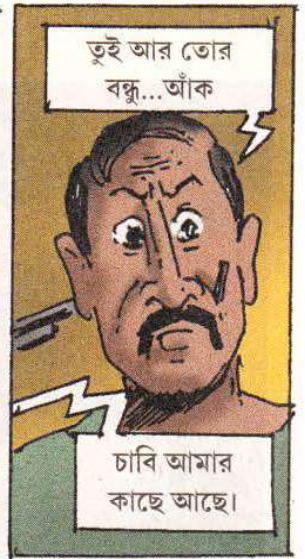
তুই আর তোর বন্ধু...আঁক
চাবি আমার কাছে আছে।
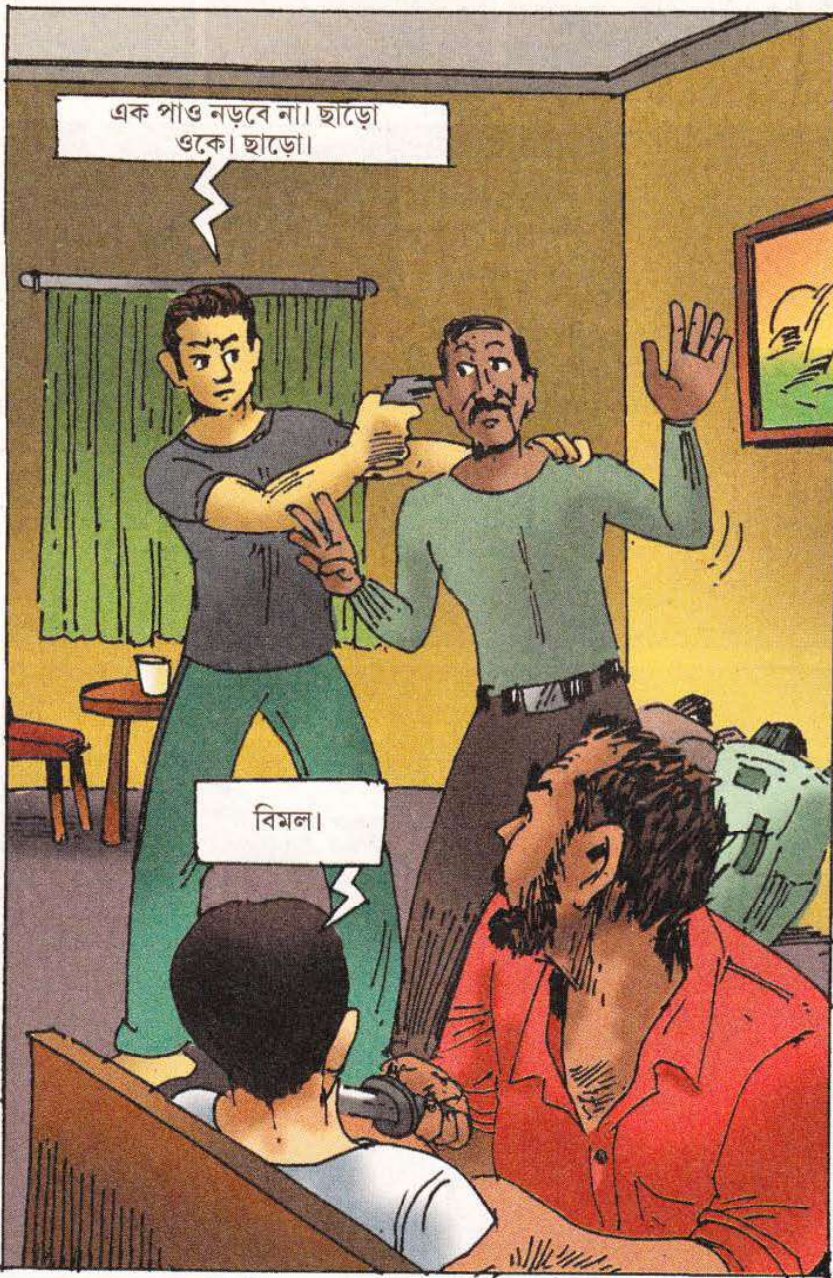
এক পাও নড়বে না। ছাড়ো ওকে। ছাড়ো।
বিমল।

হাত থেকে ছুরিটা ফ্যালো।

খুট

নড়বে না কেউ। ওপ্‌স।

(এর পর ৫ অগস্ট সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

যকের ধন

পর্ব:৮

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ের ভোর
কী অপূর্ব!
নীচে ব্রহ্মপুত্র নদ,
দ্যাখো।
ব্যস, এখান থেকে আমাদের
পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।
ওই দ্যাখো কুমার, খাসিয়া
পাহাড় দেখা যাচ্ছে।
আমাদের গন্তব্য ওইখানেই।
ঘেউ ঘেউ
ঘেউ ঘেউ

ধরে-ধরে এসো তোমরা।

আচ্ছা বিমল, আজ দু'দিন হল আমরা হেঁটে চলেছি, করালীর দেখা তো পাওয়া গেল না। সে কি আমাদের পিছনে আছে?
সম্ভবত না।

ওকে এড়ানোর জন্যই তো আমরা খানিকটা ঘুর পথে এলাম। তবে বলা যায় না।

(এর পর ২০ অগস্ট সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

যকের ধন

পর্ব: ৯

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

সত্যিমিথ্যে জানি না। তবে শুনেছি, দুষ্ট প্রেতাত্মারা সুযোগ পেলেই মানুষের মৃতদেহের মধ্যে ঢুকে তাকে জ্যান্ত করে তোলে। মরা মানুষ এই ভাবে জ্যান্ত হলে তাকে পিশাচ বলে। শুনেছি, তাদের চোখ নাকি কয়লার মতো দপদপ করে জ্বলে।

কী সাঙ্ঘাতিক! এরকম হয় নাকি?

আমিও ঠিক জানি না। যাই হোক, রাত হয়েছে এখন শুয়ে পড়া যাক। তোমরা দু'জনে এখন ঘুমোবে, আমি জেগে পাহারা দেব। আমার পর তোমার পালা, তারপর রামহরির।

কুমার, উঠে পড়ো।

(এর পর ৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

যকের ধন

পর্ব: ১০

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

উঁ উঁ উঁ উঁ উঁ উঁ
ঘেউ ঘেউ
বাঘা...
ঘেউ ঘেউ ঘেউ
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ
কুমার, বাঘাকে সরিয়ে নাও।

(এর পর ২০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ১১
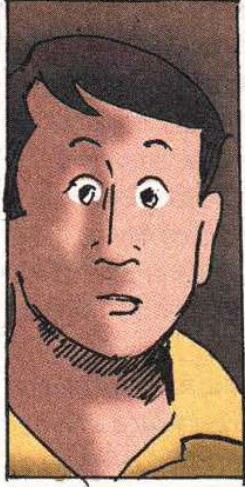
কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

কী অপূর্ব সব ফুল বিমল!
কী অপূর্ব! আমি কখনও
এরকম দৃশ্য দেখিনি!

তোমরা ফুলের শোভা
দেখতে-দেখতে এসো,
আমি এগিয়ে দেখি কোনও
শিকার পাই কিনা।

(এর পর ৫ অক্টোবর সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ১২

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

বিমল, শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি। বলো, না হলে একেবারে হাজার ফুট নীচে তোমার দেহটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।

বলব না।
শম্ভু!

না-আ
কুমার
আ-আ
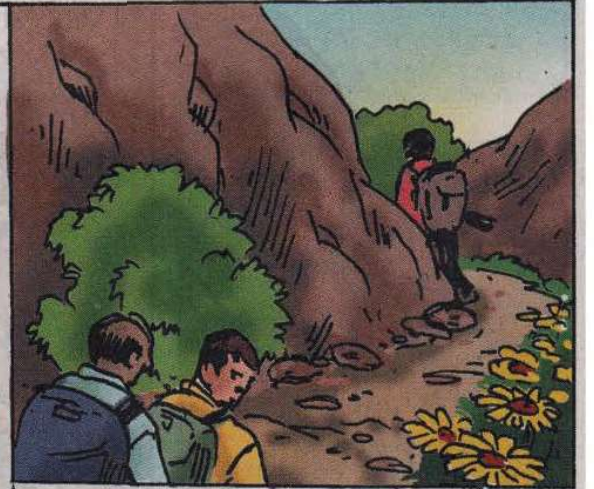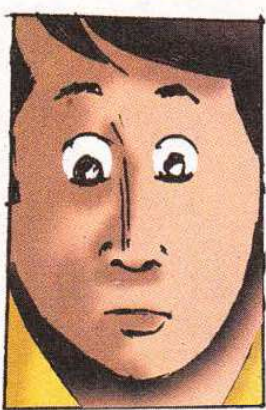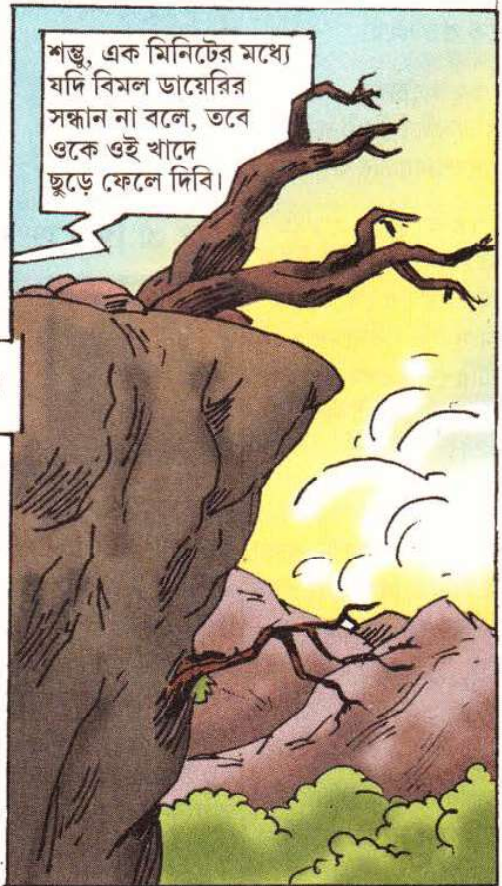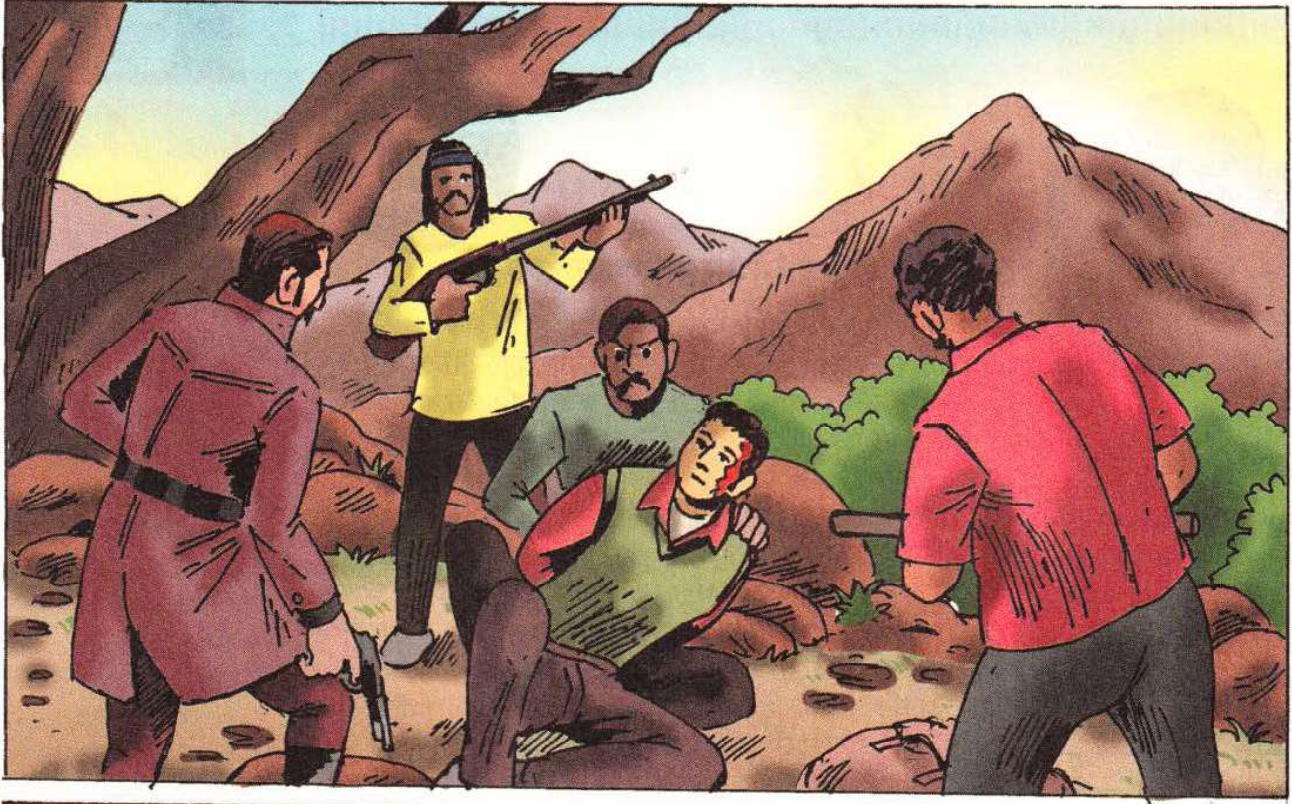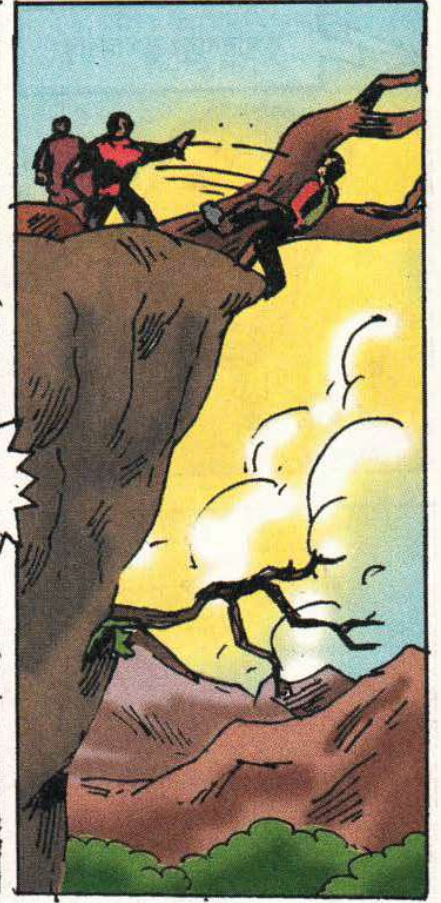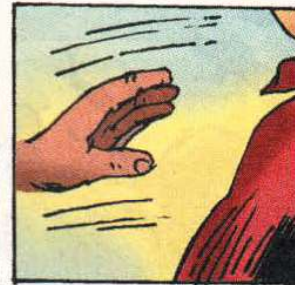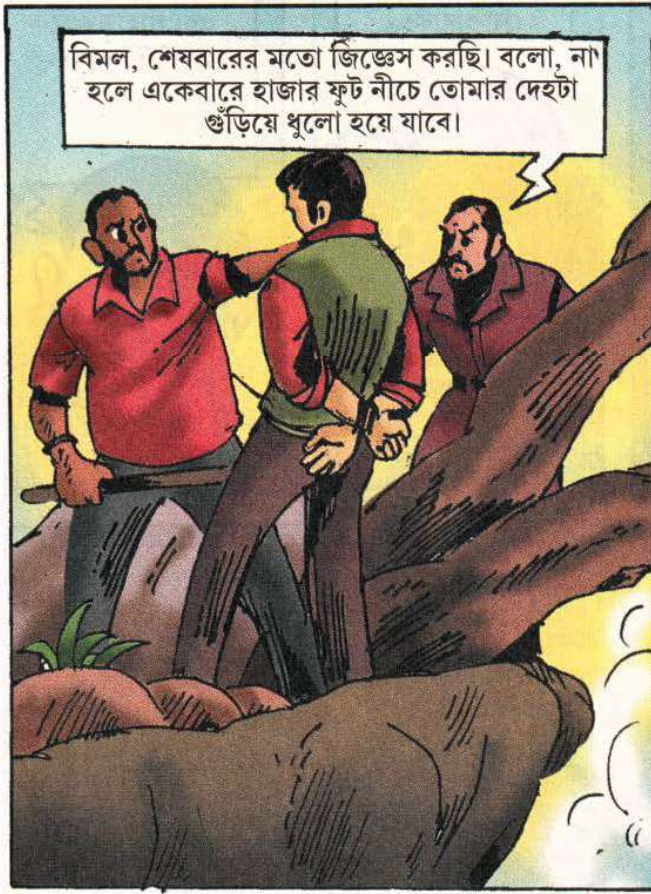
খানিকক্ষণ বাদে
কুমারবাবু! কুমারবাবু!

রামহরি, বিমল-
বিমল।

কী হয়েছে
খোকাবাবুর?

বিমলকে, বিমলকে
ওরা পাহাড় থেকে
ফেলে দিয়েছে। ওই
শয়তান করালী...

ওই, ওইখান থেকে ওরা বিমলকে খাদে
ফেলে দিয়েছে। ওইখান থেকে।
কী বলছ তুমি!

বিমল, বিমল।
খোকাবাবু।

সর্বনাশ হয়ে গেল,
কী হবে এখন!

বিমল..

(এর পর ২০ অক্টোবর সংখ্যায়)
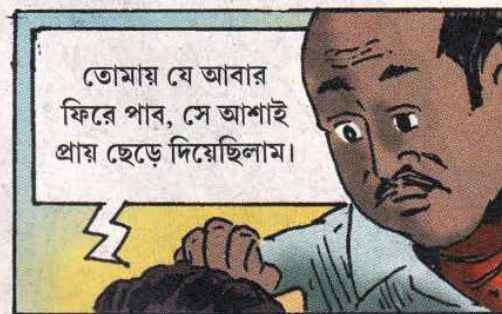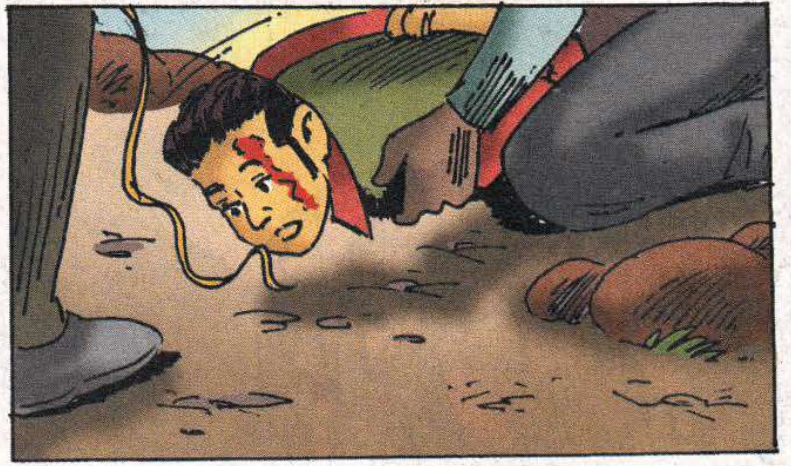
ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ১৩

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

খোকাবাবু,
ভগবানের দয়ায়
তুমি আজ বেঁচে
গিয়েছ।

তোমায় যে আবার
ফিরে পাব, সে আশাই
প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু তুমি
ওদের হাতে
পড়লে কী
করে?

নিজের মনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম
শিকারের খোঁজে। হঠাৎ মাথায়
প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা অনুভব
করলাম। ব্যস, একেবারে ব্ল্যাক
আউট। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন
আমি ওদের খপ্পরে।

তোমার শরীরের অবস্থা
এখন কেমন?
এমনিতে ঠিকই আছি,
তবে দিনদুইয়ের আগে
গায়ের ব্যথা কমবে বলে
মনে হয় না।

(এর পর ৫ নভেম্বর সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

পর্ব: ১৪

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

এই সেই রূপনাথের গুহা, কুমার!

এর ভিতর দিয়েই তো সেই বৌদ্ধ মঠে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, তাই না?
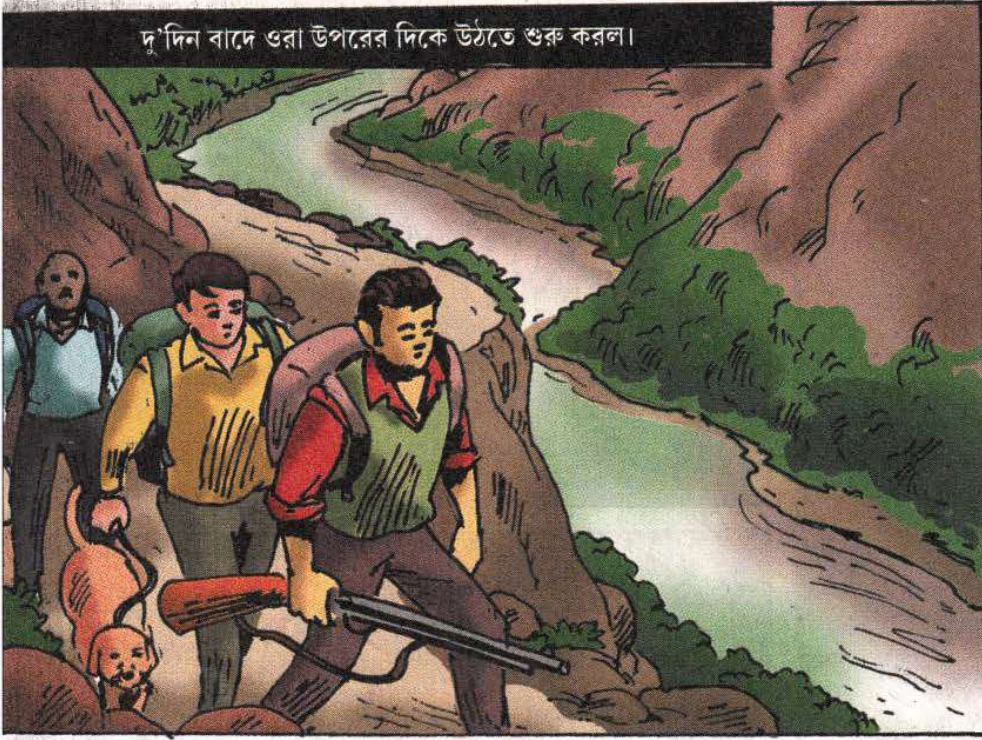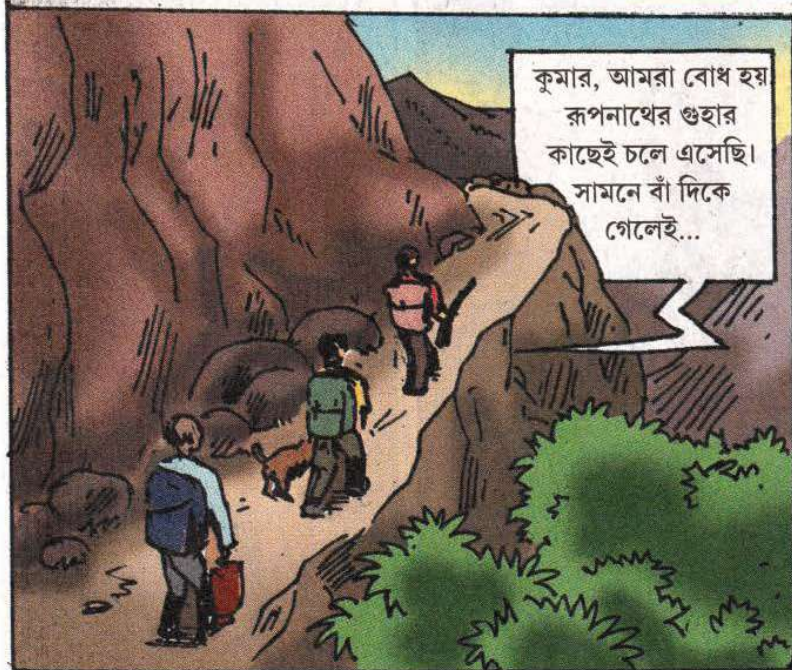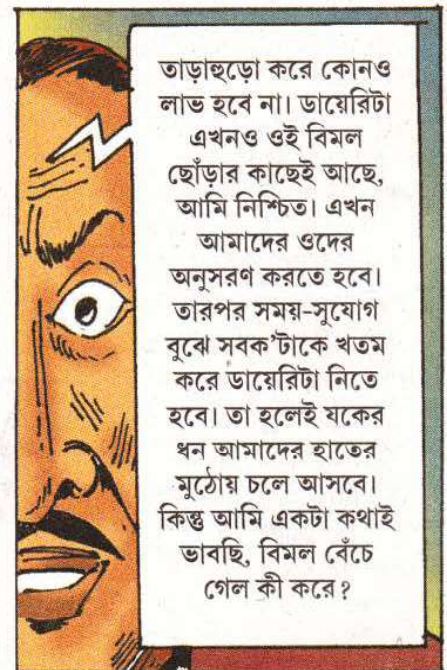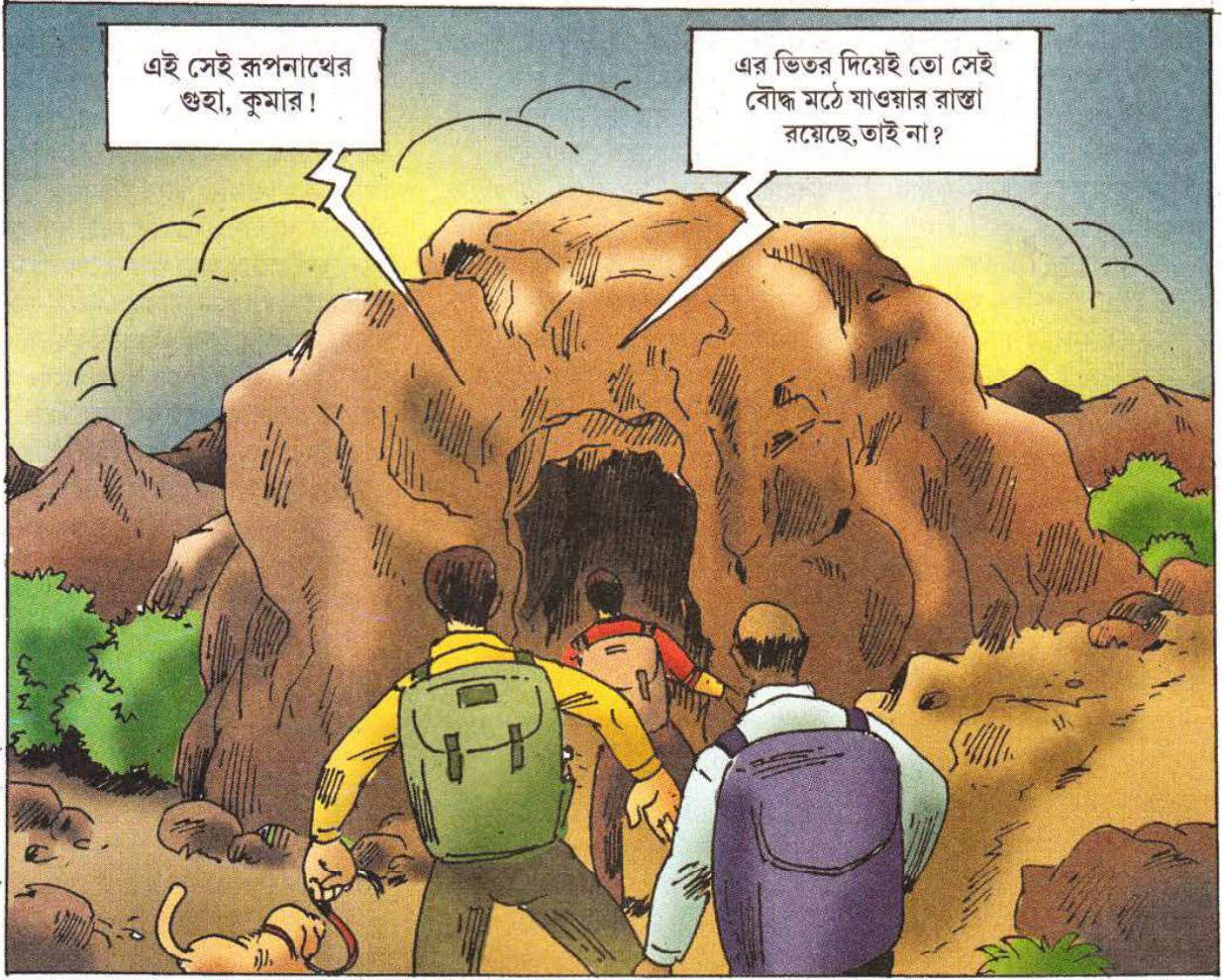
পরদিন সকালে
একটা জিনিস মনে হচ্ছে কুমার, এ পথে মনে হয় আমাদের আগে আর কেউ আসেনি। আমরাই প্রথম।
গুহাটা কত লম্বা হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?
আমার ধারণা, খুব বেশি নয়। আর এই গুহা থেকে বেরলে বৌদ্ধমঠ খুবই কাছে।
আরও ঘণ্টাদুয়েক বাদে
কুমার, রামহরি ওই দ্যাখো বাইরের আলো!

বৌদ্ধমঠ!
যকের ধন।
এই সরু রাস্তা দিয়েই আমাদের বৌদ্ধমঠে পৌঁছতে হবে। চলো, আমরা এখনই রওনা দেব। দিনের আলো থাকতে-থাকতে বৌদ্ধমঠে পৌঁছে যাওয়াটা খুব জরুরি।
কেউ খাদের দিকে তাকিও না। সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটো।
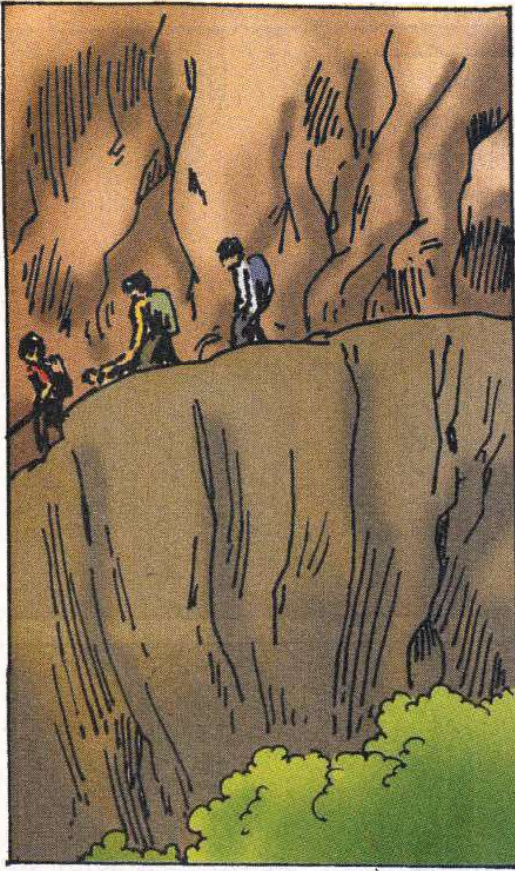
আচ্ছা বিমল, ধরো যদি বৌদ্ধমঠে পৌঁছে আমরা দেখি যকের ধন নেই, তা হলে?
তা হতে পারে না। কখনওই না।
সন্ন্যাসী কখনওই তোমার ঠাকুরদাকে মিথ্যে বলতে পারেন না। কারণ...
বিমল সাবধান!
উপ্‌স!
কী ভয়ঙ্কর! মনে হয় পাহাড়ের ধসে রাস্তা ভেঙে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে!
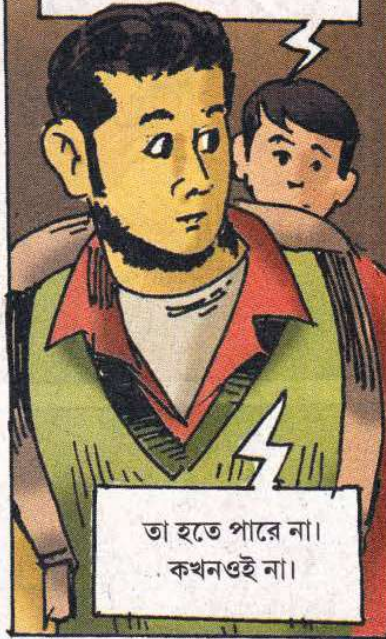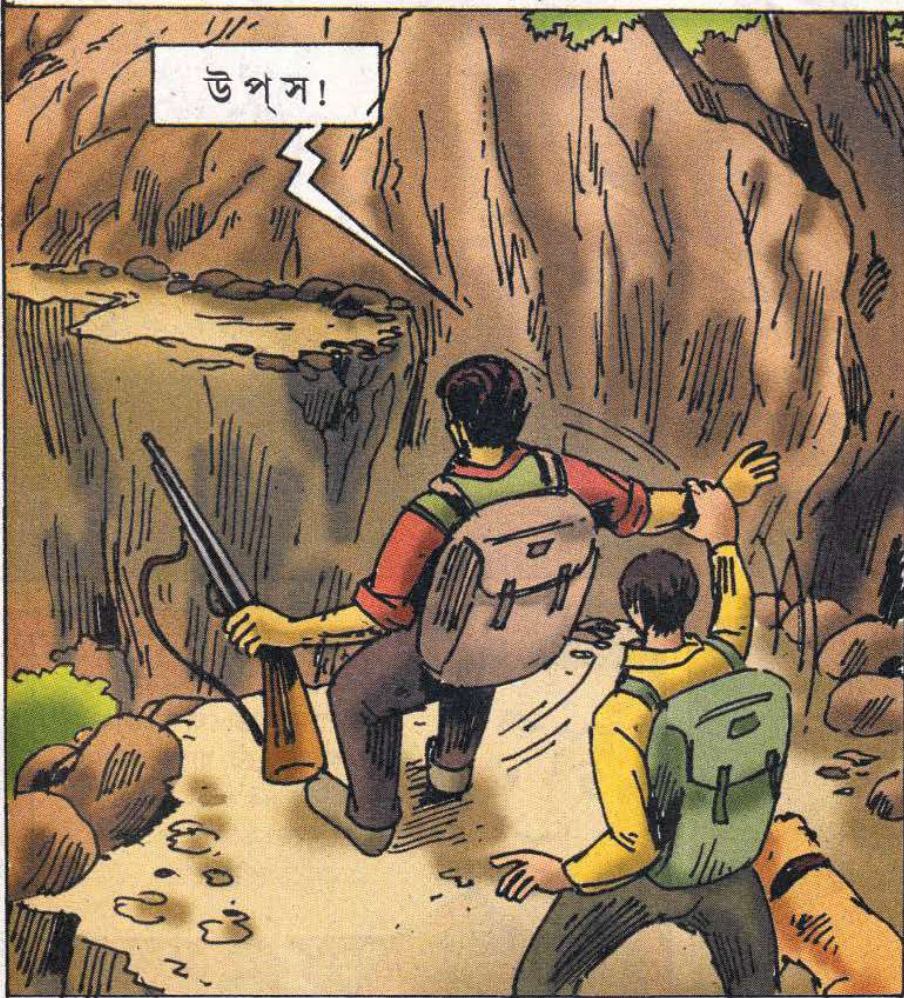
(এর পর ২০ নভেম্বর সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ১৫

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

গুড়ুম।

ওরে বাবা! গুলি চালাচ্ছে।
ওঁক!
পালাও!

আ
আ
আ
আ
আ
আ

(এর পর ৫ ডিসেম্বর সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

যকের ধন

পর্ব: ১৬

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

সাবধানে।

আমরা বৌদ্ধমঠের কাছে চলে এসেছি কুমার। এই বাঁকটা ঘুরলেই বৌদ্ধমঠ।

কুমার সংকেতটার কথা মনে করো। ভাঙা দেউলের পিছনে সরল গাছ। কোনও সন্দেহ নেই, ভাঙা দেউল বলতে ওই মূল মন্দিরকেই বোঝাচ্ছে। ওই দ্যাখো, মন্দিরের ঠিক পিছনে একটা গাছ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় ওইখানেই যেতে হবে আমাদের।

পিছনে তো অনেক ছোট-বড় বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে।

তার মানে ওইখানেই হবে, চলো।

দ্যাখো কুমার, আমার মনে হয়, আমরা ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি। এরই মধ্যে কোনও মূর্তির কাছে আছে আমাদের যকের ধন। এবার সংকেত অনুযায়ী আমাদের রাস্তা বের করে নিতে হবে।
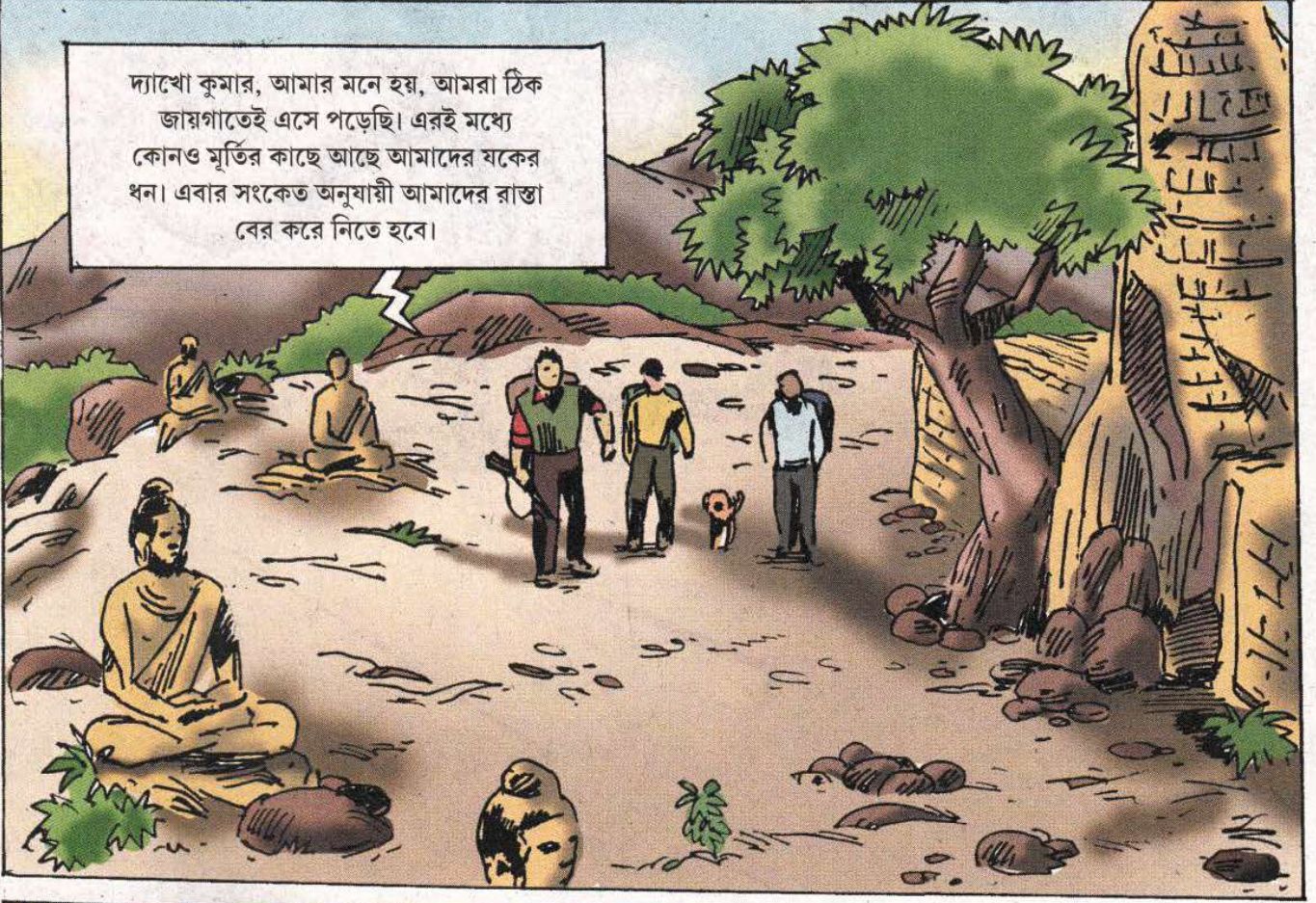
(এর পর ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ১৭

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

(এর পর ৫ জানুয়ারি সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ১৮

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

(এর পর ২০ জানুয়ারি সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

যকের ধন

পর্ব: ১৯

(এর পর ৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ২০

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়
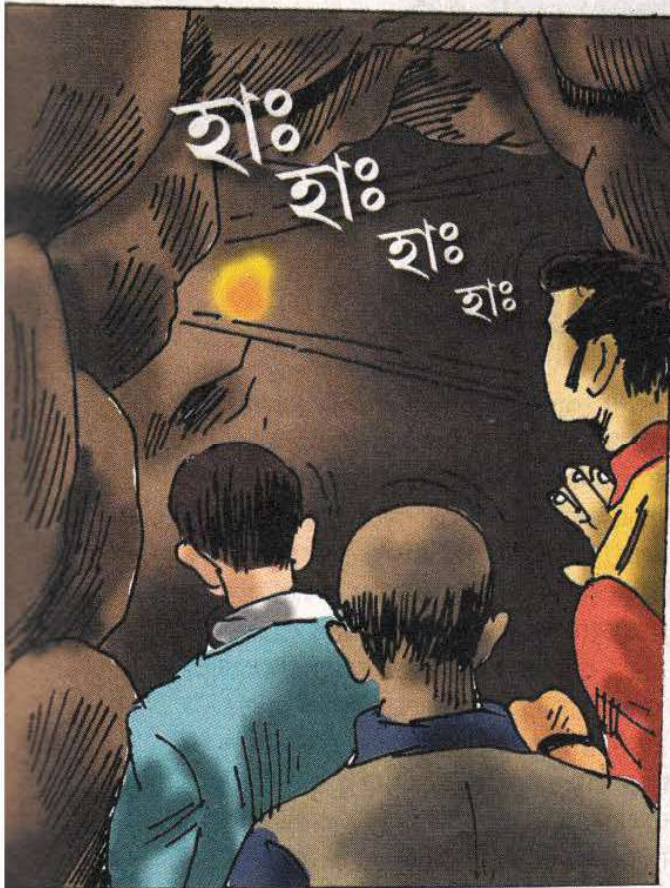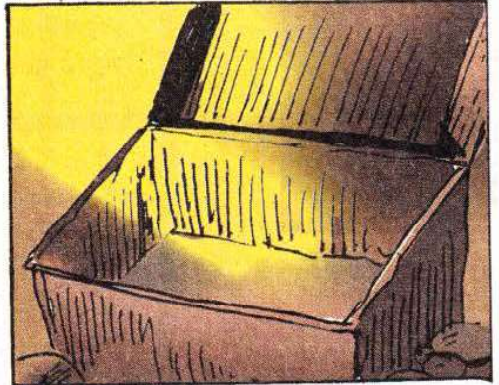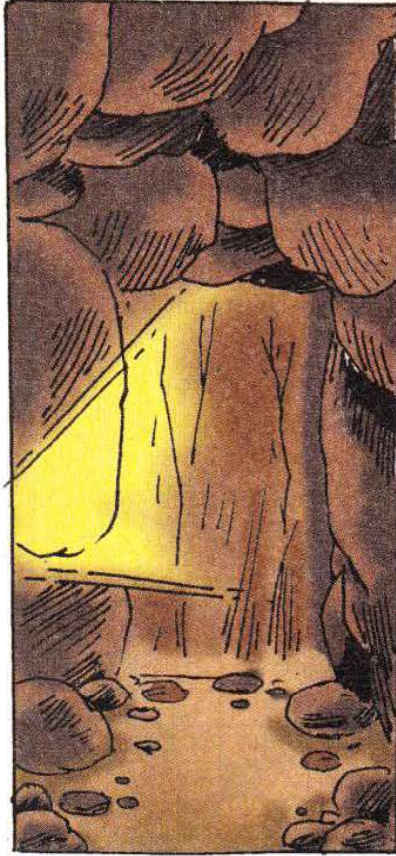
না, যকের ধন নিয়ে গিয়েছে করালী। আর ওই লোকটাকে ও-ই মেরেছে। কুমার, আমরা চরম নির্বোধ। নিশ্চিন্ত মনে সুড়ঙ্গের মুখ খোলা রেখে সারারাত ঘুমিয়েছি। আর সেই সুযোগে করালী যকের ধন হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

কিন্তু করালী তো পালিয়েছিল।
না সে পালায়নি। করালী পালিয়েছে ভেবে আমরাই নিশ্চিন্ত মনে এগোচ্ছিলাম। একবারের জন্যও সতর্ক হইনি। সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছিল। তারপর কাল যখন আমরা সুড়ঙ্গের মুখ খুলেছিলাম, তখন সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে ছিল। কাল রাতেই সে তার কাজ হাসিল করেছে কুমার। আমরা যে কোনও ভাবে তাকে ধরব, সে উপায়ও রাখেনি।

এবার আমাদের কী হবে বিমল! এই অন্ধকার গুহার মধ্যে আমরা...

বাঁচার শেষ চেষ্টা করতেই হবে কুমার। গুহার একটা দিক তো আমরা এখনও দেখিইনি। কে জানে ওদিকে কোনও বেরবার পথ...
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
আবার-আবার সেই হাসি!
বিমল, বিমল আমার মনে হয়, ওই লোকটাকে খুন করেছে এই যক। তা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।
এর শেষ আমি দেখেই ছাড়ব।

হাঃ হাঃ হাঃ
আমি দেখছি
আমিও আসছি
বিমল!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
হিঃ হিঃ
হিঃ হিঃ
আ আ আ
ঘেউ

(এর পর ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

যকের ধন

পর্ব: ২১

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

কুমার, আমরা বেঁচে গিয়েছি। আর আমাদের এখানে অনাহারে মরতে হবে না।
কী বলছ তুমি?

কিন্তু পাগলটা হয়তো বাইরে বের হত না।
ঠিকই বলছি। দ্যাখো, এই পাগলটা যখন সুড়ঙ্গের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তখন নিশ্চয়ই বাইরে যাওয়ারও কোনও রাস্তা আছে। আমরা যে মুখ দিয়ে ঢুকেছি, সেই মুখ বরাবরই বন্ধ ছিল।

তা হতে পারে না। বাইরে না গেলে সুড়ঙ্গের মধ্যে জ্বালানি কাঠ আর মাংস এল কোত্থেকে?

কিন্তু সেই রাস্তা কোথায়?

সেটাই তো খুঁজতে হবে। আমরা তো সুড়ঙ্গের সবটা দেখিনি। চলো, আর-এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে
খোকাবাবু, আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে।
আমিও আর পারছি না বিমল। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। বাইরে বেরনোর রাস্তা বোধ হয় নেই।
রাস্তা আছেই। থাকতেই হবে।

একটু কষ্ট করে সবাই এগিয়ে চলো। আমার শরীরও ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই। চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।
আরে, ওটা কী?

দ্যাখো, কুমার দ্যাখো। সূর্যের আলো!
একটা ফাটল!

বাইরে যাওয়ার রাস্তা!
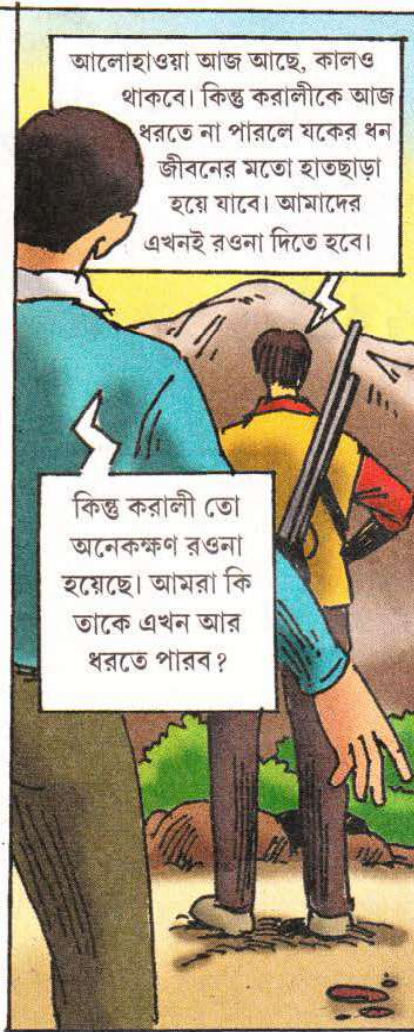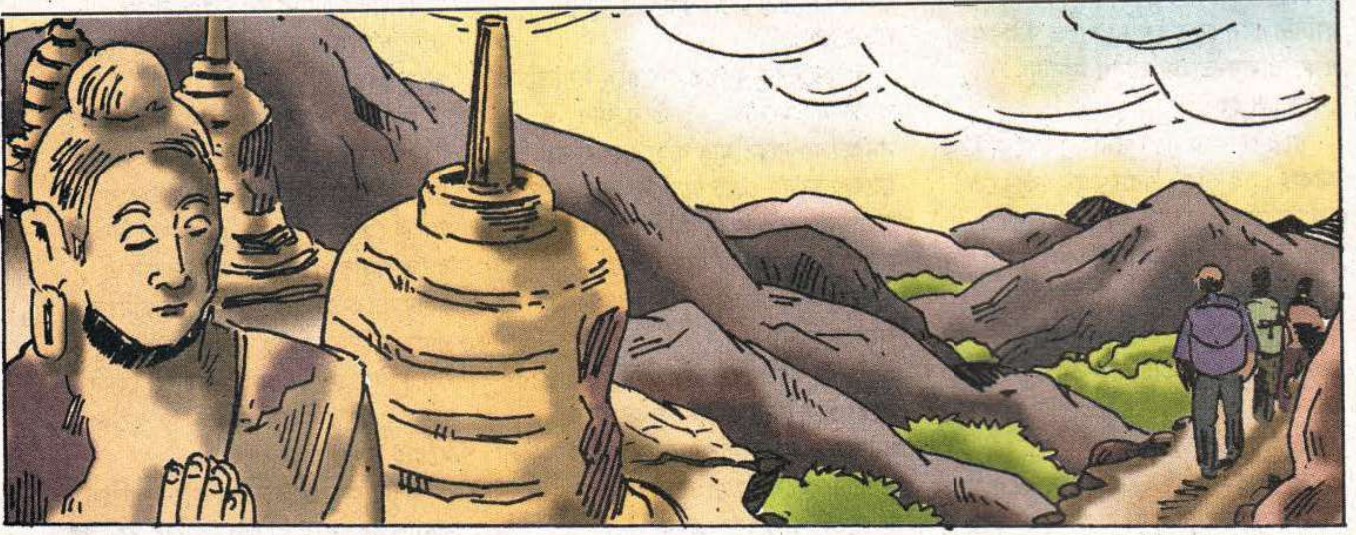
(এর পর ৫ মার্চ সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ২২

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়

চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

কী করতে?
এই গাছটাকে কোনও রকমে কেটে খাদের মধ্যে ফেলে দিতাম। যাতে কেউ পিছু না নিতে পারে।

কিন্তু করালী জানে, আমরা এখন ওই কবরের অন্ধকারে হাঁপিয়ে মরছি। চলো সবাই, আরও তাড়াতাড়ি এগোতে হবে আমাদের। আজকের সূর্য ডোবার আগে করালীকে ধরতেই হবে।

ওই যে করালী!

(এর পর ২০ মার্চ সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

যকের ধন

পর্ব: ২৩

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

(এর পর ৫ এপ্রিল সংখ্যায়)

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

যকের ধন

পর্ব: ২৪

কাহিনি: হেমেন্দ্রকুমার রায়
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়
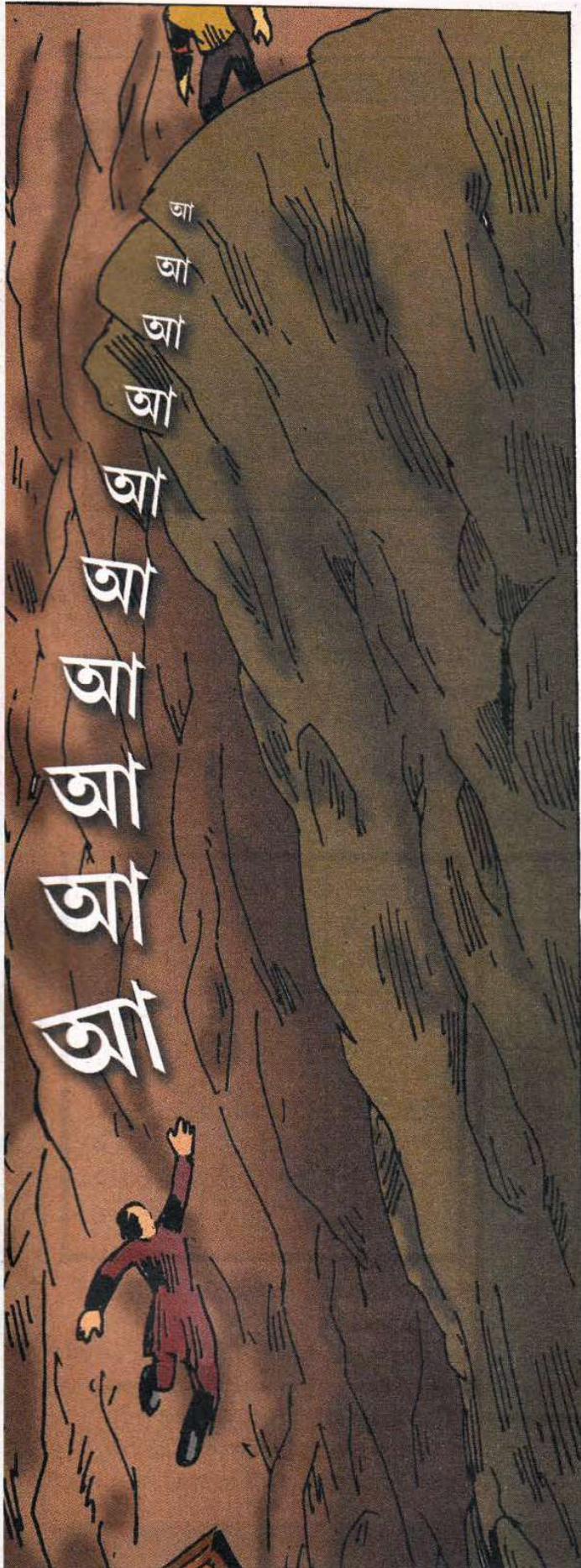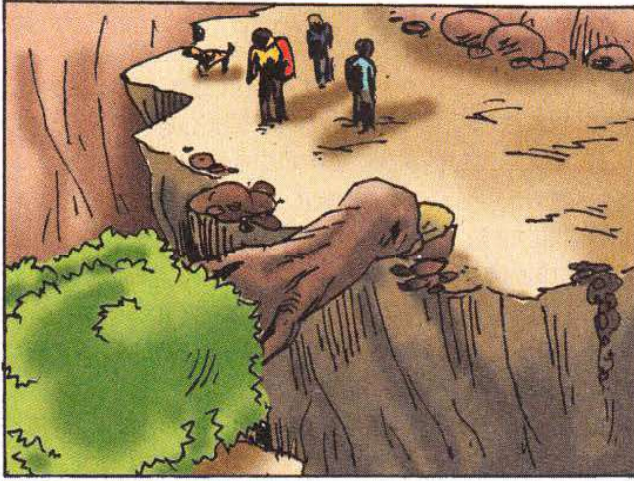
চলো, এবার আমরা স্বদেশের দিকে যাত্রা করি।
সমাপ্ত